ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করার ফজিলত ও গুরুত্ব:

ইসলাম যেসব দিক বিবেচনায় নিয়ে মানুষকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে সন্তান জন্ম দেয়া তার অন্যতম প্রধান কারণ। সন্তানের মাধ্যমে বিবাহিত জীবনের স্বার্থকতা ফুটে ওঠে। বিবাহিত মানুষ মাত্রই সন্তান কামনা করেন। বিশেষত নারীদের দৃষ্টিতে। আপন জন্মের স্বার্থকতাই সন্তান জন্ম দেবার মধ্যে বলে মনে করেননারীরা। নিঃসন্তানদম্পতিরাইজানেনসন্তানকতটাআরাধ্য।

ইসলামে সন্তান লালন–পালনের ফজিলত:

আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَنَّى لِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ».

'জান্নাতেনেকব্যক্তিরমর্যাদাবৃদ্ধিকরাহবে। সেবলবে, হেরব, কিসেরসৌজন্যেআমারএমর্যাদা? আল্লাহবলবেন, তোমারজন্যতোমারসন্তানেরইস্তেগফারেরবদৌলতে।' [ইবনমাজা : ১০৬১৮]

আবূহাসসানথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন,

قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ».

'আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহু - এরউদ্দেশেআমিবললামআমারদু'টিসন্তানমারাগেছে। আপনিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামথেকেআমাদেরকোনোহাদীসশোনাতেপারেনযামৃতদের

ব্যাপারেআমাদেরমনটাকেখুশিকরেদেবে? হাসসানবলেন, আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুবললেন, হ্যাঁ। ‘তাদেরছোটরাজান্নাতেমুক্তবিচরণশীল। এদেরকেউতারপিতাঅথবা (তিনিবলেছেন) পিতামাতারসঙ্গেসাক্ষাৎকরবে। অতপরতারকাপড়অথবা (বলেছেন) হাতধরবেযেমনআমিতোমারএকাপড়েরপ্রান্তধরেছি। অতপরসেছাড়বেনাঅথবাক্ষান্তহবেনাযাবৎনাআল্লাহতারবাবাকেজান্নাতেপ্রবেশকরান।’ [মুসলিম : ৪৭৬৯; মুসনাদআহমদ : ১০৩৩১]

মুয়াবিয়াবিনকুররারাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিতারপিতাথেকেবর্ণনাকরেন,

أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَتُحِبُّهُ ؟» فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ «مَا فَعَلَ ابْنُ فُلاَنٍ ؟» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِيهِ : «أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا ؟ قَالَ : بَلْ لِكُلِّكُمْ».

‘একব্যক্তিনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকাছেআসতো। তারসঙ্গেথাকতোতারএকটিছেলে। নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামতাকেবললেন, ‘তুমিকিতাকেভালোবাসো?’ সেবলল, হেআল্লাহররাসূল, আল্লাহআপনাকেওতেমনভালোবাসুনযেমনআমিতাকেভালোবাসি। পরবর্তীতেনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামতাকে (কয়েকদিন) দেখতেনাপেয়েজিজ্ঞেসকরলেন, অমুকেরসন্তানেরখবরকী? সাহাবীরাবললেন, হেআল্লাহররাসূল, সেমারাগেছে। রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামতখনতারপিতারউদ্দেশেবললেন, তুমিকিএমনটিপছন্দকরোনাযেজান্নাতেরযেদরজাতেইতুমিযাবেসেখানেতাকেতোমারজন্যঅপেক্ষমানপাবে?’ একব্যক্তিজিজ্ঞেসকরলো, হেআল্লাহররাসূল,

এটাকিশুধুওইব্যক্তিরজন্যনাকিআমাদেরসবারজন্য? তিনিবললেন, ‘বরংতোমাদেরসবারজন্য’।’ [মুসনাদআহমদ : ১৫৫৯৫]

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي ، دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بِأَبِي ، فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ ؟ فَقَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ قَالَتْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي ، لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي».

‘রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেআমিবলতেশুনেছি, তিনিবলেন, ‘আমারউম্মতেরমধ্যেযারদু’দুটিসন্তানবিয়োগঘটবে, আল্লাহতাকেজান্নাতেপ্রবেশকরাবেন। আয়েশারাদিয়াল্লাহুআনহুবললেন, আমারপিতাআপনারজন্যউৎসর্গহোন, যারএকটিসন্তানবিয়োগঘটবে (সেওকিএমনবিনিময়পাবে)? তিনিবললেন, ‘হেসুন্দরপ্রশ্নেরতাওফীকপ্রাপ্তা, যারএকটিসন্তানবিয়োগঘটবেতারজন্যওএকই (বিনিময়) রয়েছে। আয়েশারাদিয়াল্লাহুআনহুবললেন, আপনারউম্মতেরমধ্যেযারকোনোসন্তানইবিয়োগঘটবেনা? তিনিবললেন, আমিইআমারউম্মতেরমৃতসন্তান, তারাআমারমতোআরকাউকেপাবেনা।’ [মুসনাদআহমদ : ৩০৯৮; শুয়াবুলঈমান : ৯২৯৫]

আবূসাঈদখুদরীরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন,

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ قَالَ «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ «مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ»

‘রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামমহিলাদেরউদ্দেশেবলেন, একজনমহিলারাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকাছেএসেবললেন, হেআল্লাহররাসূল, পুরুষরাতোআপনারহাদীসশুনেযায়। অতএবআপনারপক্ষথেকেআমাদেরজ

ন্যওএকটিদিননির্ধারণকরুন। আমরাসেদিনআপনারকাছেআসবো, যাতেআল্লাহআপনাকেযাশিখিয়েছেনআমাদেরকেওতারকিছুশিখিয়েদেন। তিনিবললেন,
‘তোমরাঅমুকঅমুকদিনেসমবেতহবে। অতপরতারাজমায়েতহলেন। রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামসেখানেতাশরীফরাখলেন। আল্লাহতাঁকেযাশিখিয়েছেনতাথেকেতাদেরশিক্ষাদিলেন। একপর্যায়েতিনিতাদেরবললেন,
‘তোমাদেরযেকারওতিনটিসন্তানমারাগিয়েথাকেতারজীবদ্দশায়, তবেতারাতারজন্য (জাহান্নামের)
আগুনআড়ালকারীহবে। একমহিলাজিজ্ঞেসকরলেন,
যদিদু’টিদু’টিদু’টিকরেসন্তানমরেগিয়েথাকেতবে?
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবললেন, দু’টিসন্তানও
(অগ্নিথেকেআড়ালকারীহবে।) [মুসলিম : ৪৭৬৮; বুখারী : ১১৯২]
আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، فَتَمَسُّهُ النَّارُ ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

‘এমনকোনোমুসলিমনেইতিনটিসন্তানমারাযাবেঅপ্রাপ্তবয়সেআরতাকেআগুনস্পর্শকরবে। হ্যা, সামান্যপরিমাণহতেপারে।’ [মুসনাদআহমদ : ১০১২০]
আনাসবিনমালেকরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেন,

«مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»

‘মুসলিমদেরমধ্যেযেকোনোব্যক্তিরযদিতিনটিসন্তানমারাযায়নাবালকঅবস্থায়,
আল্লাহঅবশ্যইতাকেজান্নাতেপ্রবেশকরাবেন। এটিকরবেনতিনিতাদেরপ্রতিওইব্যক্তিরমমতারকারণে।’ [বুখারী : ১৩৮১]
আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন,

أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- بِصَبِىٍّ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً قَالَ «دَفَنْتِ ثَلاَثَةً» قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ « لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ»

নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকাছেএকজনমহিলাতারবাচ্চাকেনিয়েএসেবলল, হেআল্লাহরনবী, আপনিএরজন্যদু'আকরুন (যাতেএজীবিতথাকে)।কেননা, আমি (এরআগে) তিনজনকেদাফনকরেছি। তিনিবললেন, তুমিকিতিনজনকেদাফনকরেছ? মহিলাবলল, জী। তিনিবললেন, তুমিতোকঠিনবন্ধনীদিয়েনিজেকেআগুনথেকেবাঁচিয়েনিয়েছো।' [মুসলিম : ৬৮৭১; নাসায়ী : ৮৮৭৭; মুসনাদআহমদ : ৯৪২৭]

আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.»

'মানুষযখনমরেযায়, তখনতারসবআমলবন্ধহয়েযায়তবেসেতিনটি (উৎসথেকেনেকীপ্রাপ্তিবন্ধহয়না) : সাদাকায়েজারিয়া, এমনকোনোইলমযাথেকেমানুষউপকৃতহয়এবংসুসন্তানযেতারজন্যদু'আকরে।' [তিরমিযী : ১৩৭৬; মুসলিম : ১৬৩১; ইবনখুযাইমা : ২৪৯৪]

কন্যাজন্মেনাখোশহওয়ারনিন্দা

অনেকভাইকেদেখাযায়, কন্যাসন্তানজন্মনিলেতারাবেজায়নাখোশহন। তারাকিভেবেদেখেছেনতাদেরএমনোভাবকাদেরসঙ্গেমিলেযায়? কন্যাসন্তানজন্মনিলেতাতেরুষ্টহওয়ামূলতজাহেলীচরিত্রেরপ্রকাশ, আল্লাহতা'আলাযারসমালোচনাকরেছেনপবিত্রকুরআনে। ইরশাদহয়েছে :

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩﴾ [النحل:58-59]

‘আরযখনতাদেরকাউকেকেকন্যাসন্তানেরসুসংবাদদেয়াহয়; তখনতারচেহারাকালোহয়েযায়। আরসেথাকেদুঃখভারাক্রান্ত। তাকেযেসংবাদ দেয়াহয়েছে, সেদুঃখেসেকওমেরথেকেআত্মগোপনকরে। আপমানসত্বেওকিএকেরেখেদেবে, নামাটিতেপুঁতেফেলবে? জেনেরেখ, তারাযাফয়সালাকরে, তাকতইনামন্দ!’ {সূরাআন-নাহল : ৫৮-৫৯}

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকন্যাদেরবড়ভালোবাসতেন। মেয়েরা ছিলতাঁরআদরেরদুলালী। আজীবনতিনিকন্যাদেরভালোবেসেছেনএবংকন্যাস ন্তানপ্রতিপালনেউদ্বুদ্ধকরেছেন। আনাসবিনমালেকরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণি ত, তিনিবলেন, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেন,

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ».

‘যেব্যক্তিসাবালকহওয়াপর্যন্তদু’টিকন্যারভারবহনকরবেকিয়ামতেরদিনআমি আরসেআবির্ভূতহব। একথাবলেতিনিতারহাতেরদুইআঙ্গুলএকসঙ্গেকরেদেখান।’ [মুসলিম : ৬৪৬৮; তিরমিযী : ১৯১৪; ইবনআবীশাইবা : ২৫৯৪৮]

আয়েশাসিদ্দীকারাদিয়াল্লাহুআনহাথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন,

جَاءَتْنِى امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِى فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

‘আমারকাছেএকমহিলাএলো। তারসঙ্গেতারদুইমেয়ে। আমারকাছেসেকিছুপ্রার্থ নাকরল। সেআমারকাছেএকটিখেজুরছাড়াকিছুইদেখতেপেলনা। আমিতাকেসে টিদিয়েদিলাম। সেতাগ্রহণকরলএবংতাদুইটুকরোকরেতারদুইমেয়েরমাঝেবণ্ট নকরেদিল। তাথেকেসেকিছুইখেলনা। তারপরসেওতারমেয়েদু’টিউঠেপড়লএ বংচলেগেল। ইত্যবসরেআমারকাছেনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামএলেন। আমিতাঁরকাছেওইমহিলারকথাবললাম। নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামব ললেন,

‘যাকেকন্যাদিয়েকোনোকিছুরমাধ্যমেপরীক্ষাকরাহয়আরসেতাদেরপ্রতিযথাযথআচরণকরে, তবেতাতারজন্যআগুনথেকেরক্ষাকারীহবে।’ [মুসলিম : ৬৮৬২; মুসনাদআহমদ : ২৪৬১৬]

কন্যাসন্তানপ্রতিপালনেশুধুপিতাকেইনয়; ভাইকেওউদ্বুদ্ধকরাহয়েছে। বোনেরকথাওবলাহয়েছেহাদীসে। যেসবভাইমনেকরেনমেয়েবাবোনেরপেছনেটাকাখরচকরলেভবিষ্যতেরতারকোনোপ্রাপ্তিনেইতারাআসলেভুলেরমধ্যেআছেন। আবূসাঈদখুদরীরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

«لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَيَتَّقِي اللهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

‘কারওযদিতিনটিমেয়েকিংবাবোনথাকেঅথবাদুটিমেয়েবাবোনথাকেআরসেতাদেরব্যাপারেআল্লাহকেভয়করেএবংতাদেরসঙ্গেসদাচারকরে, তবেসেঅবশ্যইজান্নাতেপ্রবেশকরবে।’ [মুসনাদআহমদ : ১১৪০৪; বুখারী, আদাবুলমুফরাদ : ৭৯]

আবূসাঈদখুদরীরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمْ ، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.»

‘যারতিনমেয়েঅথবাতিনটিবোনকিংবাদুটিমেয়েবাদুটিবোনরয়েছে, সেতাদেরসঙ্গেসদাচারকরেএবংতাদের (বিবিধসমস্যায়) ধৈর্যধারণকরেআরতাদেরব্যাপারেআল্লাহকেভয়করে, সেজান্নাতেযাবে।’ [মুসনাদহুমাইদী : ৭৭২]

কন্যাসন্তানপ্রতিপালনেযাতেবৈষম্যনাকরাহয়, বস্তুবাদীব্যক্তিরাযাতেহীনমন্যতায়নাভোগেন, তাইতাদেরকন্যাপ্রতিপালনেধৈর্যধরারউপদেশদেয়াহয়েছে। শোনানোহয়েছেপ

রকালেবিশালপ্রাপ্তিরসংবাদ। আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

«مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لأْوَائِهِنَّ، وَعَلَى ضَرَّائِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ: وَاثْنَتَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَوَاحِدَةً؟ قَالَ: وَوَاحِدَةً»

'যারতিনটিকন্যাসন্তানথাকবেএবংসেতাদেরকষ্ট-যাতনায়ধৈর্যধরবে, সেজান্নাতেপ্রবেশকরবে।

(মুহাম্মদইবনইউনূসেরবর্ণনায়এহাদীসেঅতিরিক্তঅংশহিসেবেএসেছে) একব্যক্তিপ্রশ্নকরলো, হেআল্লাহররাসূল, যদিদু'জনহয়? উত্তরেতিনিবললেন, দু'জনহলেও। লোকটিআবারপ্রশ্নকরলো, যদিএকজনহয়হেআল্লাহররাসূল? তিনিবললেন, একজনহলেও।' [বাইহাকী, শুয়াবুলঈমান : ৮৩১১]

আউফবিনমালেকরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»

'যারতিনটিমেয়েরয়েছে, যাদেরওপরসেঅর্থখরচকরেবিয়েদেয়াবামৃত্যুপর্যন্ত, তবেতারাতারজন্যআগুনথেকেমুক্তিরকারণহবে।' [বাইহাকী, শুয়াবুলঈমান : ৮৩১২]

আউফবিনমালেকআশজায়ীরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ إِلَّا كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاثْنَتَانِ ؟ قَالَ: «وَاثْنَتَانِ»

'যেবান্দারতিনটিমেয়েরয়েছে, যাদেরওপরসেঅর্থখরচকরেবিয়েদেওয়াঅথবামৃত্যুপর্যন্ত, তবেতারাতারজন্যআগুনথেকেমুক্তিরকারণহবে। তখনএকমহিলাবললেন, 'হেআল্লাহররাসূল, আরদুইমেয়ে? তিনিবললেন, 'দুইমেয়েও'।' [বাইহাকী, শুয়াবুলঈমান : ৮৩১৩]

আবূআম্মারআউফবিনমালেকরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণনাকরেন, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেন,

«أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَجَمَعَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى " امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى أَيْتَامِهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا »

'আমিএবংগালমলিনকারী[2] মহিলাকিয়ামতেরদিনএভাবেউঠব।' একথাবলেতিনিতাঁরতর্জনীওমধ্যমাআঙ্গুলএকত্রিতকরেদেখান। (আরগালমলিনকারীহলেন) 'ওইমহিলাযিনিসুন্দরীওসুবংশীয়া।তারস্বামীমারাগিয়েছেন।তথাপিতিনিতার এতিমসন্তানদেরজন্যতাদেরবিয়েবামরণপর্যন্তনিজেকে (কারোসাথেবিবাহবন্ধনেআবদ্ধহওয়াথেকে) বিরতরেখেছেন'। [মুসনাদআহমদ : ২৪০৫২; আবূদাউদ : ৫১৫১; বুখারী, আদাবুলমুফরাদ : ৫১৪৯]

ইবনআব্বাসরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَهُمَا وَصَحِبَتَاهُ إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ»

'যেকোনোমুসলিমেরদুটিমেয়েথাকবেআরসেতাদেরসঙ্গেসদাচারকরতেযতদিন সেতাদেরসঙ্গেথাকবেএবংতারাযতদিনতারসঙ্গেথাকবে, তবেতারাতাকেজান্নাতেপ্রবেশকরাবে।' [বাইহাকী, শুয়াবুলঈমান : ৮৩১৪; আবীইয়া'লা, মুসনাদ : ২৫৭১]

মুহাম্মদইবনমুনকাদিরথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

"«مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَكَفَّهُنَّ وَأَوَاهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالُوا: أَوِ اثْنَتَانِ ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَتَانِ "، قَالَ: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا: أَوْ وَاحِدَةً قَالَ: أَوْ وَاحِدَةً »

‘যারতিনতিনটিকন্যাঅথবাবোনআছেআরসেতাদেরথেকেঅনিষ্টথেকেরক্ষাকরে, তাদেরআশ্রয়দেয়এবংতাদেরওপরদয়াকরে,

সেজান্নাতেপ্রবেশকরবে’।সাহাবীরাবললেন, আরদু’জন? তিনিবললেন, দু’জনও। বর্ণনাকারীবলেন, এমনকিআমরামনেকরলামযদিতারাবলতেন, আরএকজন? তবেতিনিবলতেন, আরএকজনও। [বাইহাকী, শুয়াবুলঈমান : ৮৩১৫]

উকবাবিনআমরজুহানীরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, আমিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেবলতেশুনেছি, তিনিবলেন,

"«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»

‘যারতিনটিকন্যাসন্তানথাকেআরসেতাদেরব্যাপারেধৈর্যধরে, তাদেরকেখাওয়ায়, পানকরায়এবংতাদেরপোশাকেরব্যবস্থাকরে, তবেসেকন্যারাতারজন্যজাহান্নামথেকেমুক্তিরকারণহবে।’ [বাইহাকী, শুয়াবুলঈমান : ৮৩১৭; মুসনাদআহমদ : ১৭৪০৩; আবীইয়া‘লা, মুসনাদ : ১৭৬৪]

মনেরাখতেহবে, আজযেঅবিবেচকপিতাকন্যাসন্তানদেখেরাগান্বিতহচ্ছেন, কন্যারমাকেযাচ্ছেতাইগালমন্দকরছেন, কালতিনিএরজন্যআফসোসকরতেপারেন। ছেলেদেরঅবাধ্যতায়অতিষ্ঠএপিতাকেএমেয়েইএকদিনআমোদিতওস্বার্থকপিতাবানাতেপারে। আমরাভুলেযাইস্থুলদৃষ্টিতেঅনেককিছুমন্দমনেহলেওঅনেকসময়তামঙ্গলবয়েআনে। এদিকেইঙ্গিতকরেইপবিত্রকুরআনেআল্লাহতা‘আলাবলেন,

﴿فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩﴾ [النساء:19]

‘আরযদিতোমরাতাদেরকেঅপছন্দকর, তবেএমনওহতেপারেযে,
তোমরাকোনকিছুকেঅপছন্দকরছআরআল্লাহতাতেঅনেককল্যাণরাখবেন।’
{সূরাআন-নিসা, আয়াত : ১৯}
উল্লেখিতহাদীসগুলোরআলোকেআমরাজানলামযে,
কন্যাসন্তানওঅনেকসময়দুনিয়াওআখিরাতেবরকতেরবার্তাবাহীহয়।অতএব
মেয়েহলেতাকেঅশুভমনেকরা,
কন্যাসন্তানদেখেঅসন্তুষ্টহওয়াকেবলমূর্খতাওমূঢ়তারপরিচায়ক।

ইসলামে সন্তানপ্রতিপালনেরগুরুত্ব:

ছেলে-মেয়ে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে অনেক মা-বাবাই আজ পেরেশান। কেউ পেরেশান এজন্য যে, অজস্র টাকা-পয়সা খরচ করে সন্তানকে শিক্ষিত করে পিতা-মাতা তার কাছে আজ অবজ্ঞার শিকার। আবার অনেকে এজন্য পেরেশান যে, সন্তান বিপথে চলে যাচ্ছে, চরিত্রহীন আর বখাটে হয়ে যাচ্ছে, বংশের মুখে কালিমা লেপন করছে। অবশ্য এমন দীনদার মা-বাবাও আছেন যারা চান তাদের সন্তান নামাযী হোক, দীনদার হোক, দীনের পথে চলুক, জান্নাতের আমল করুক। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা মা-বাপের এ আকাঙ্খা পূরণ না করে বরং প্রগতির উল্টো স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য তারা সন্তানের ব্যাপারে পেরেশান। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা কেন পিতা-

মাতাকে অবজ্ঞা করছে, কেন তারা বিপথে কুপথে চলছে, পিতা-মাতার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেন সন্তানরা নামাযী হচ্ছে না, দীনদার হচ্ছে না, তা তলিয়ে দেখা দরকার। অবশ্য আমাদের সমাজ আজ ভিন্ন চিত্রও দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল সন্তান অবাধ্য হওয়ার কারণে, বিপথগামী হওয়ার কারণে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন যতটুকু মনঃক্ষুন্ন হন, সন্তান ধর্ম বিমুখ হয়ে গেলে, আল্লাহ ও তার রাসূলের শিক্ষা থেকে দুরে সরে গেলে বা নাস্তিক-মুরতাদদের পথে চললে কিন্তু পিতা-মাতা ততটুকু নাখোশ হন না। এমন কি অনেক পিতা-মাতা জানেনই না যে, সন্তানের জন্য তার কি করণীয় রয়েছে। তাই সন্তানদেরকে সুপথে আনতে হলে, তাদেরকে আদর্শ সন্তানরূপে গড়তে হলে, পিতা-মাতার কি করণীয় ও যিম্মাদারী তা জানা অত্যাবশ্যক। এ সকল যিম্মাদারী ঠিকমত আদায় করলেই সন্তানরা কাঙ্খিত সুসন্তানরূপে পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করবে। আর এ সন্তানই দুনিয়া ও আখিরাতে পিতা-মাতার শান্তি ও সুখের মাধ্যম হবে। সন্তানের উসীলায় কিয়ামতের দিন পিতা-মাতা নাজাত পাবে। বস্তুতঃ সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার জন্য যবরদস্ত নিয়ামত, যা তাঁর দুনিয়া, কবর ও আখিরাতের সকল ঘাটিতে

কাজে আসবে– যদি নাকি তারা সন্তানকে সুশিক্ষা তথা দীনী শিক্ষা ও কুরআনী তালীম দিয়ে থাকেন। নতুবা এসব সন্তানরাই প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য বিপদ ও আযাবের কারন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ সন্তানরা পিতা-মাতার হাতে আমানত। তারা আল্লাহ তা'আলার এ আমানতের যথাযথ কদর না করলে পরকালে নিঃসন্দেহে জবাবদিহীর সম্মুখীন হবে। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতারই এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। দীনের ইলম না থাকার কারণে অসংখ্য পিতা-মাতা নিজেদের এবং সন্তানদের কল্যাণ কামনায় ভুল পথে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ কেউ হাসিল করতে পারছে না, বরং সমস্যা দিন দিন আরো ঘোরতর হচ্ছে। অতএব, মূল সমস্যা কি তা জেনে সঠিক পথে সন্তানদের পরিচালনা করতে হবে। সময় ও সুযোগ থাকতেই এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা অতি আবশ্যক।
আবার অনেকে চিন্তিত ছেলেমেয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে।তাই সঠিকভাবে সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আবার
পশ্চিমাপ্রচারণারযুগেঅধিকসন্তাননেয়াকেশুধুনিরুৎসাহিতইকরাহ

চ্ছেনা। বেশিসন্তানজন্মদানকারীদম্পতিকেঅপরাধীরদৃষ্টিতেওদেখাহ চ্ছেকোথাওকোথাও। অথচমানবতারকল্যাণেরবার্তাবাহীরাসূলুল্লাহসা ল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামআমাদেরঅধিকসন্তাননিতেসুস্পষ্টভাবেঅ নুপ্রাণিতকরছেন।

আনাসরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবিয়েকরতেউদ্বুদ্ধকরতেনএবংবৈরাগ্যথেকেতীব্রভাবেবারণকরতেন। তিনিবলতেন,
'তোমরাঅধিকসন্তানদানকারীস্বামীভক্তনারীদেরবিয়েকরো। কেননাকিয়ামতেরদিনআমিতোমাদের (সংখ্যা) নিয়েনবীদেরসামনেগর্বকরবো।'
[মুসনাদআহমাদ : ১২৬৩৪।]

মানুষেরস্রষ্টাহিসেবেআল্লাহতা'আলাতারস্বভাবসম্পর্কেসবচেভালোজানেন। তাইতিনিপবিত্রকুরআনেইরশাদকরেন,

﴿ٱلۡـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ﴾ [البقرة:187]

'অতএব,
এখনতোমরাতাদেরসাথেমিলিতহওএবংআল্লাহতোমাদেরজন্যযালিখেদিয়েছেন, তাঅনুসন্ধানকর।' {সূরাআল-বাকারা : ১৮৭}
ইবনআব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসানবসরী, সাদ্দীওযাহহাকবলেন,

এরদ্বারাউদ্দেশ্যসন্তান।

মা'কালবিনইয়াসাররাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন,

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ : لاَ .ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».

‘নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকাছেএকব্যক্তিএলো। সেবলল, একজনকুলীনাওসুন্দরীমহিলাপেয়েছি, তবেসেসন্তানজন্মদিতেপারেনা। আমিকিতাকেবিয়েকরবো? তিনিবললেন, ‘না’।অতপরতাঁরকাছেদ্বিতীয়বারএসেপরামর্শচাইলেন। আবারতিনিবারণকরলেন। সেতৃতীয়বারতাঁরকাছেএলেসেবারওতিনিতাকেনিষেধকরলেন। অতপরতিনিবললেন, ‘তোমরাঅধিকসন্তানদানকারীস্বামীভক্তনারীদেরবিয়েকরো। কেননাকিয়ামতেরদিনআমিতোমাদের (সংখ্যা) নিয়েগর্বকরবো।’ [আবূদাউদ : ২০৫২; নাসায়ী : ৩২২৭]

উৎস:

ইসলামপ্রচারব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ